দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 29 APR
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

সংসদে প্রশ্নোত্তরকালে প্রধানমন্ত্রী

প্রেসিডেন্ট শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করতে চাইলে আমার কোন আপত্তি নেই

সংসদ রিপোর্টার ঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও ছাত্র রাজনীতি বন্ধের ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করে বলেছেন, আমার কোন আপত্তি নেই। সকল দলকে নিয়ে সব দলের নেতারা আসুন এক সঙ্গে বসি। সন্ত্রাস দূর করার জন্য আমি যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে প্রস্তুত। সকল দলের সমর্থন নিয়ে প্রেসিডেন্ট যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস ও ছাত্র সংগঠনের কার্যক্রম বন্ধ করতে চান, তবে আমার কোন আপত্তি নেই। এই প্রশ্নে সকল দল এক হলে প্রেসিডেন্টকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করব।

গতকাল (মঙ্গলবার) জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে রুস্তম আলী ফরাজীর সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী একথা বলেন। জনাব ফরাজী জানতে চান, আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীদের প্রশ্রয় দেবে কি-না, আওয়ামী সন্ত্রাসী ধরা পড়লে তাদের ছাড়িয়ে আনার জন্য থানায় টেলিফোন যাবে কি-না এবং শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও ছাত্র রাজনীতি বন্ধের জন্য প্রেসিডেন্টের দেয়া প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রী বিবেচনা করবেন কি-না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জবাবে বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন সন্ত্রাস আমি চাই না। সকল সংসদ সদস্য, জ্ঞানী-গুণী, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী যদি সকলে একমত হন, তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অস্ত্রধারী দেখলে পুলিশ তাৎক্ষণিক কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, প্রয়োজনে গুলী করবে—এমন আইন প্রণয়ন করি। এমন কঠিন পদক্ষেপও আমি নিতে প্রস্তুত। কিন্তু এই ধরনের কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হলে সকলের সমর্থন প্রয়োজন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বিরোধী দলের নেত্রীর কাছে স্পষ্ট জানতে চাই, উনি সংসদে

১১-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

প্রধানমন্ত্রী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আসুন, কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অস্ত্রধারী দেখলে পুলিশ তাৎক্ষণিক কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, প্রয়োজনে গুলী করবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সন্ত্রাসমুক্ত হবে এই প্রস্তাবে তার সমর্থন রয়েছে।

তিনি বলেন, অতীতে আমার দলের কোন সন্ত্রাসীকে ছাড়ি নাই এই প্রমাণ দিয়েছি। আমরা সন্ত্রাসীদের মদদ দেই না। আমাদের কোন অঙ্গ ছাত্রসংগঠন নেই। আমাদের গঠনতন্ত্রে নেই। বিএনপির অঙ্গসংগঠন ছাত্র দল। আমরা ছাত্র লীগকে মূল দলের অঙ্গসংগঠন বিবেচনা করি না।

এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি বিরোধী দলে থাকাকালীন প্রস্তাব দিয়েছিলাম শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র রাজনীতির কার্যক্রম বন্ধ রাখার জন্য। আমি সে মোতাবেক ব্যবস্থাও নিয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য বিএনপি তাতে সাড়া দেয়নি।

তিনি বলেন, আমার রাজনীতি ছাত্র রাজনীতির ওপর নির্ভরশীল নয়। আমার সংগঠন আছে। আমরা জনগণের ওপর নির্ভরশীল। আওয়ামী লীগকে আন্দোলন, সংগ্রাম বা জনগণ ক্ষমতা থেকে সরায়নি, হত্যার মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছিল। জনগণই আবার ৯৬ সালে ম্যান্ডেট দিয়ে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা ফিরিয়ে দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা আন্তরিকভাবে চাই, শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ বজায় থাকুক। শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাসমুক্ত থাকুক।

বিএনপির মোশাররফ হোসেন প্রশ্ন করেন যে, শেয়ার বাজার, বিদ্যুৎ খাত ও আইন-শৃংখলার বিপর্যয় হয়েছে কি-না, হলে জাতিকে এ থেকে রক্ষার জন্য আপনি কি করছেন? জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শেয়ার বাজারে ধস নেমেছে এ কথা সত্য। ৫ বছর ক্ষমতায় থেকে বিএনপি যেভাবে লুটপাট করেছে, ব্যাংক থেকে কু-ঋণ গ্রহণ করেছে তাতে এই টাকা পরে শেয়ার বাজারে এসেছে। শেয়ার বাজার ফুলে-ফেঁপে ওঠে। সংকট সৃষ্টি হবে জেনে সরকার পত্রিকায়, টিভিতে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জনগণকে সাবধান করেছে। এটাকে মোকাবিলার চেষ্টা করেছে। অবশ্য পরিস্থিতি উন্নতির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, বিদ্যুৎ খাতে বিএনপি'র আমলে ৫ বছরে ৬/৭ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। এই টাকা লুটপাট করে খেয়েছে। সঠিকভাবে এই টাকা ব্যয় হলে আজ এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো না। সর্বোপরি বিএনপির দুর্নীতি, অব্যবস্থা, সিদ্ধান্তহীনতার কারণে দাতাসংস্থা ও প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎখাতে অর্থ সাহায্য বন্ধ করে দিয়েছিল। আমরা সরকার গঠনের পর বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। দাতা দেশ, সংস্থা আবার বিদ্যুৎ খাতে সাহায্য দিতে শুরু করেছে।

তিনি বলেন, জাতির দুর্ভাগ্য যে, মাত্র ১৫ শতাংশ জনগণ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় রয়েছে। বাকী ৮৫ ভাগ এখনও বিদ্যুৎ পায় না। গত ২১ বছরে কেন এই ৮৫ ভাগ মানুষ বিদ্যুৎ পায় নাই? আমরা ১৫ ভাগ মানুষ যারা বিদ্যুতের আওতায় আছি—তাদের অসুবিধায় আমরা উদ্বিগ্ন। তবে, যারা বিদ্যুতের খুঁটি উপড়িয়ে জনগণের ভোগান্তি বাড়ায় তাদের সম্পর্কেও সচেতন থাকতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঘটনা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন ছাত্রকে গুলী করে হত্যা করা হল। অভিযুক্তদের পুলিশ গ্রেফতার করল আর সেই খুনীদের মুক্তির জন্য সংসদে হৈচৈ করা হল। এতে সন্ত্রাসীরা উৎসাহিত হবে। সন্ত্রাস শিক্ষাঙ্গন থেকে দূর হবে না। আজ দেশবাসীকে দেখতে হবে সন্ত্রাসীদের কারা মদদ দেয়। কারা নিরীহ জনগণের গাড়ী ভাঙচুর করে।

গতকাল প্রধানমন্ত্রী প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রধান বিরোধী দল বিএনপির সদস্যরা উপস্থিত থাকার জন্য তিনি তাদের ধন্যবাদ জানান।

আওয়ামী লীগের আবদুল লতিফ মির্জার এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ধর্ষণকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এদের বিরুদ্ধে কঠোর থেকে কঠোরতর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইন প্রণয়ন করা হবে। এজন্য সকল দল, পেশা শ্রেণীর মানুষের সমর্থন প্রয়োজন।

তিনি বলেন, গার্মেন্টিস এর মেয়েরা যাতে নিরাপদ সুন্দর জীবনযাপন করতে পারেন সেজন্য গার্মেন্টিস মালিকদের ফ্যাক্টরীর পাশে শ্রমজীবী মহিলাদের ডরমেটরি নির্মাণের জন্য জায়গা দেয়া হবে।